হাসানআল আব্দুল্লাহ

প্রিয় ধ্বনির জন্যে উজ্জ্বল কান্না

শম্ভু রক্ষিতের *শ্রেষ্ঠ কবিতার* বইয়ে *প্রিয় ধ্বনির জন্যে কান্না* পর্বের কবিতাগুলি পড়ছিলাম আর মনে হচ্ছিলো এই বইটি কেনো আমার কাছে নেই! আগে কেনো পড়িনি এই কবিতাগুলি! শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে ধ্বনিময় উচ্চারণ বারবার পড়ে আত্মস্থ করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। আন্ডারলাইন করার সাথে সাথে নিজের ডায়েরীতে ভালোলাগার অনুভূতি লিখে আবার চোখ রাখছিলাম কবিতায়। ব্যাগে নিয়ে যাচ্ছিলাম কর্মস্থলে; যাওয়া ও আসার সময় ট্রেনে পাতা উল্টানো ছাড়াও স্কুলে ক্লাস নেয়ার ফাঁকে ফাঁকে মনের নিক্তিতে কবিতার ঘনত্ব মাপার চেষ্টা করতে গিয়ে বারবার শিহরিত হচ্ছিলাম। পুরোপুরি কবিতার ভেতরে ঢুকে গিয়েও তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না, কারণ ওই বইয়ে *প্রিয় ধ্বনির জন্যে কান্না* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছিলো হাতেগোনা কয়েকটি কবিতা। তাই দগ্ধ হচ্ছিলাম এই ভেবে, আহা! বইটা কেনো নেই আমার সংগ্রহে।

অনুভূতির দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে তখন ৮৭ নম্বর কবিতা নিয়ে ডায়েরীতে লিখেছিলাম: ঢেউয়ের মতো সতত চলমান। উচু নিচু ভাঙাচোরা আছে, আছে চলার আনন্দ: উচ্ছ্বলতা, নিমগ্ন আক্রমণ। অর্থহীন আবার অর্থময়ও বটে। আমাদের চারদিকে যা কিছু আছে, সবকিছুর অর্থই কি আমাদের কাছে স্পষ্ট? কখনো নয়। অতএব তাঁর কবিতায় আলো আঁধারীর ধাঁধা থেকেই যায়; সূর্যের ঔজ্জ্বল্য যেমন থাকে, তেমনি তিমির অন্ধকারও প্রতীয়মান হয়। সময়কে ভেঙে ভেঙে যেমন মহাবিশ্ব এগিয়ে যায়, শব্দকে ভেঙে-গেঁথে-আছড়ে-টেনে প্রতিটি মুহূর্ত বেগবান করে তাঁর কবিতা সম্প্রসারিত হয়।

ফলতঃ তিনি নিজেও সেই কথা তোলেন, কারণ তিনি জানেন যে তাঁর উদ্দিষ্ট অনির্দিষ্ট: "পুরাতন ভাষা ও রীতিনীতি নিয়ে আমি অসংখ্য ক্রুশকাষ্ঠের মতো চেয়ে/ শব্দে শব্দে আজ কি যেন বলেছি তোমাকে...।(৮৭)" না, কোনো প্রশ্নবোধক বা আশ্চর্য চিহ্ন দিয়ে শেষ হয় না। বলার পরিধি শুধু বিস্তৃত হয়: "উষনীর কর্ণসুবর্ণের কাছে যৌবনশ্রী নারীর জয়াপীড় আছে--চক্রায়ুধ সৈন্যদের/ শ্রমে গড়া তৃণ পালামবগ্রামের মত বর্ণিত নয়; অনন্ত বীর্যে ইহলোকেরও/ পরাজয় হয়ে যায়--চিন্তাকুল কর্ণবতীর কাছে তিভিক্ষা চায় যৌধেয় বণিকগণ...(৮৭)।"

সমুদ্রগভীরে যে কোনো দিকে জাহাজ ছাড়লে যেমন অগাধ জলরাশির অকুল নিশানার কথা মনে পড়ে, কিম্বা অনন্তকাল আলোর গতিতে ছুটেও মহাবিশ্বের তল আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, তেমনি তাঁর কবিতার শুরু বা শেষের অস্তিত্ব নেই--আছে চলমানতা, আছে ধ্বনি।

এইভাবে চলতে থাকে কবিতা পাঠ। শম্ভু রক্ষিতকে বোঝার চেষ্টা করতে থাকি। বাদা বনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কোনো সবুজ প্রান্তর পেয়ে তার মুগ্ধতায় আবিষ্ট হওয়ার মতো আকৃষ্ট হতে থাকি ধ্বনির পরে ধ্বনি সাজিয়ে মহাবিশ্বের আদল তৈরী করার মতো এমন একটি প্রচেষ্টার সামনে নিজেকে আবিষ্কার করে। মালার্মের তত্ত্বে উৎকৃষ্ট শব্দের পরে উৎকৃষ্ট শব্দের বিন্যাস ছাড়া কিইবা বলা যায় এইসব কবিতাকে, যেখানে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, "সেই সারস্বত, উৎকলীয়, দ্রাবিড়ী পরস্পর কর্তব্য বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য" অথবা "দুর্বলকাল এলে বিশেষ বিস্ময় নেই" কিম্বা যেখানে "আকস্মিক দীর্ঘায়ু ওঠে," অতঃপর স্বেচ্ছায় "ভেঙ্গো রাখে।" অর্থ করার চেষ্টা করি নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলির:

গৃহসমদ শুশ্রূষা, পীতপ্রভ প্রার্থনা ও সৌদাস উপপুরাণ
তৃণবিন্দুর ন্যায়। বিবস্বত, তোমাকে ব্যবহার করিনে আমি
অহল্যার অক্ষয়দেশে, মহিষী, তোমার অনগত তপ্ত তাম্রতুল্য দর্শন
সমসাময়িক হয়--কেতুমালাবর্ষের হীরক নীলপদ্ম আমাকে জাগিয়ে দেখিয়ে দেয়
যেমন স্ফটিকমণি জবাদি কুসুম-সংসর্গে অত্ত্বদ্বস্তুর সমবর্ণ বলে প্রতীত হয়
সাধনার মতন করুণ সার-সংগ্রহ; শুনঃলাঙ্গুল, বিষাদকে বলো: স্বজন হনন
অগ্নির দারুময় শুভ্রবর্ণ, এই মণির নৈশিষারণ্যের স্থির বন্ধন-যজ্ঞে
মায়াবী বরাহের অনুসরণ; উপজায়ল, অতীতের জীবদের কাছে অনুশাসন সিন্ধু
চকিতনিষিদ্ধসমপথে মতধন্বার উর্দ্ধজ্বলন ও তোমার মহাবৃক্ষ ভাসমান ছিল
(নম্বর: ২৬)

কখনো মনে হয় কিছু একটা বুঝেছি; কখনো মনে হয় কিছুই বুঝিনি। আবার ভাবি, আমরা না বুঝেই কতো কবিতা ভালবেসে ফেলি। অতএব বোঝার আগে ভালবাসার জালে আটকে যাই। আর স্পষ্ট হতে থাকে "মায়াবী বরাহের অনুসরণ।" চৈতন্যে ঘাই মারে; শুয়োর শকুনগুলোর অনুসরণ করেই তো আমাদের মূল্যবান সময় অন্তিমে ঢলে পড়ে।

২.

হঠাৎ একদিন আমার ঘরে বইয়ের কোনো এক র‍্যাকে চোখ আটকে যায়। না, দৃষ্টি ভ্রমের সম্ভাবনা না থাকলেও নিজেকে বিশ্বাস করতে পারি না। বইয়ের পুটে লেখা *প্রিয় ধ্বনির জন্যে কান্না*। অবিশ্বাসের দোলাচলে আরেকটু ভালো করে দেখি। আরো একটি লাইট জ্বালিয়ে দেই। *মহাপৃথিবী* থেকে প্রকাশিত শম্ভু রক্ষিতের এ বই কোত্থেকে এলো আমার র‍্যাকে! একদিকে সোনার খনি পাওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে সূত্র হাতড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠি। মনে পড়ে ২০০৭ সালে কলকাতা বইমেলায় দেখা হয়েছিলো লুঙ্গি পরা ও গামছা ঘাড়ে *মহাপৃথিবীর* স্টলে ক্ষীণকায়া এক কবির সাথে। উপহার দিয়েছিলেন তাঁর বই ও ৩৮ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশ করে যাওয়া কবিতা পত্রিকা *মহাপৃথিবী*। বলেছিলেন, "হাতে কবিতা থাকলে পত্রিকার জন্যে দিয়ে যাবেন।" আমি নিজের ঝোলা থেকে একটি কবিতা বের করে দিলে তিনি বললেন, "একটি নয়, তিনটি কবিতা দেবেন।" অতএব আরো দু'টি বের করে দেয়ার সাথে সাথে আমিও উপহার দিয়েছিলাম *শব্দগুচ্ছ* ও *স্বতন্ত্র সনেট*। তিনি আমাকে ধন্য করেছিলেন *শব্দগুচ্ছ*-র জন্যে নিজের একটি কবিতা দিয়ে। না, সেই কবির চেহারা এতো তাড়াতাড়ি ভোলা যায় না।

পরে জ্যোতির্ময় দত্তের থেকে জেনেছি শম্ভু রক্ষিত থাকেন পূর্ব মেদিনীপুরের এক গ্রাম বিরিঞ্চিবেড়িয়ায়। সেখান থেকেই কলকাতায় যাওয়া আসা করেন। যাওয়া আসা করেন মহাপৃথিবীর এক ছায়াপথ থেকে অন্য ছায়াপথে নক্ষত্রের বলয় ধরে ধরে। মীনাক্ষী দত্ত বললেন, "জানো, শম্ভু কলকাতায় এসেই গঙ্গার পাড়ে গিয়ে গামছা পরে নেয়, লুঙ্গিটাকে ছেড়ে দেয় পায়ের কাছে। তারপর জলে নেমে কয়েক ডুব দিয়ে উঠে আসে। স্নান সেরে ঢোকে কলকাতা শহরে।" অথচ এই কবি বাংলার গ্রামদেশ থেকে উঠে এসে অসংখ্য নক্ষত্র মালার আর্জি নিয়ে, কোয়েসারের পথ ঘুরে ঘুরে মহাবিস্ফোরণের চিত্র এঁকে এঁকে সত্তরের দশকের শুরুতে সাজিয়েছিলেন *প্রিয় ধ্বনির জন্যে কান্না* যা গ্রন্থাকারে বের হয় ১৯৭২ সালে। বইয়ে রচনাকাল দেয়া হয়েছে ১৯৭১। এ-ও এক বিস্ময় নয় কি! বাঙালীর হাজার বছরের সাধনার ফল স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে কবিতাতে এমন এক অর্জন আমাকে অভিভূত করে দেয়। তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না কেনো তিনি লেখেন, "বন্ধন-যজ্ঞে মায়াবী

বরাহের অনুসরণ।" কিন্তু "প্রকৃত বিরাট যারা" তারা "প্রত্যুষের আবর্তের মধ্যে" নিজেদের তুলে আনতে পেরেছিলেন। অতএব জয় হয়েছিলো মুক্তিকামী মানুষ ও কবিতার।

৩.

মহা বিস্ফোরণের পর উদ্ভুত মহাবিশ্বে আস্তে আস্তে সব কিছু দুরে সরে যায়। আস্তে আস্তে আকার পায় ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ও গ্রহানু। কোটি কোটি বছরের ব্যবধানে বেড়ে ওঠে এককোষী জীব, এবং তারপর বিবর্তনের ভেতর দিয়ে বানর; এবং বানর থেকে মানুষ, আপাতদৃশ্যে যারা বসবাস করে সৌরমÊলে। যেখানে "প্রচÊ উল্কাবর্ষণ--প্রচÊ তাপ সহ্য করেও তুমি বেঁচে থাকো...।" কে এই তুমি? বিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকে জানা যায়, এই তুমিই *সূর্য*, যার চারদিকে অহরহ ঘটে চলে অসংখ্য উল্কাবর্ষণ।

পুরোপুরি গদ্য রীতিতে কবি এই ভাবে সৌরমÊলের রহস্য উদ্ঘাটন করেন, মহাশূন্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘুরে বেড়ান শব্দের নাও ভাসিয়ে। একটি জটিল ঋণাত্বক সময়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে না-সূচক গভীর সঙ্গমে উপনীত হন, যেখানে "নীহারিকার অস্তিত্বের কথা নেই, ধুমকেতুর দুঃস্বপ্ন নেই, চূড়ান্ত সত্য নেই ... অভিজ্ঞতা নেই" আর সে জন্যে "কবিতা নিয়ে ছবি দেখা"ও "অর্থহীন হয়ে ওঠে।" কিন্তু তারপরেও "ঝঞ্ঝা নীল বর্ণবিন্যাস ও ইঁদুর ক্রমশঃ উদ্গত বাষ্প জমা করে," যেখানে "কর্কট সূর্যের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধাতুস্রোতের চিৎকার," যদিও তা "পরীক্ষামূলক," অনায়াসে শোনা যায়। আর এইসব বর্ণনার ঝালর খুলতে খুব বেশী দাড়ি কমা সেমিকোলন ব্যবহৃত হয় না; অর্থ বা ধারাভাষ্যের পরম্পরার সামঞ্জস্য থাকলো কি থাকলো না তার ওপরও কবির যে খুব একটা খেয়াল থাকে তাও হলফ করে বলা যাবে না, যেমন মহাবিশ্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি; মিলের থেকে অমিল আর অর্থের থেকে অর্থহীনতাই যেখানে বেশী প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তারপরও অসংখ্য নতুন শব্দ প্রয়োগে একটি সুতোয় বাঁধা হয়ে থাকে এই বইয়ের একশ' ছয়টি উপস্থাপনা, যে কোনো লেখক বা পাঠকের জন্যে যা কিনা একটি জীবন পেরিয়ে আসার অভিজ্ঞতাময় বিশাল দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। মনে এনে দিতে পারে ফুরফুরে আনন্দ; সৃষ্টির জৌলুসে পা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ বসার।